

সুমায়া বিনৃত খুববাত (রা)

মুহাম্মদ আবদুল মাল্ক

ইসলামের প্রথম শহীদ হয়েরত সুমায়া (রা) একজন মহিলা সাহারী। তাঁর বৎস পরিচয় তেমন একটা পাওয়া যায় না। ইবন সাদ তাঁর পিতার নাম 'খুব্বাত' বলেছেন,^১ কিন্তু বালাজুরী বলেছেন 'খায়তাত'^২। প্রথ্যাত শহীদ সাহারী 'আশ্বার' ইবন ইয়াসিরের (রা) মা এবং মক্কার আব হজাইফা ইবন আল-মগীর আল-মাথ্যুমীর দাসী।^৩

ଆଲ-ଓୟାକିନ୍ଦୀସହ ଏକଦଲ ବଂଶବିଦ୍ୟ ବିଶାରଦ ବଲେହେନ, ହ୍ୟରତ 'ଆଶ୍ଵାରେର (ରା) ପିତା ଇୟାସିର ଇୟାମନେର ମାଜହାଜ ଗୋଟେର 'ଆନ୍ସୀ ଶାଖାର ସନ୍ତାନ । ତବେ ତାର ଛେଲେ ଆଶାର ମକ୍କାର ବାନୁ ମାଧ୍ୟମେ ଆୟାଦକୃତ ଦାସ । ଇୟାସିର ତାର ଦୁ'ଭାଇ - ଆଲ ହାରିସ ଓ ମାଲିକକେ ସଂଗେ ନିଯେ ତାଂଦେର ନିର୍ମୋଜ ଚତୁର୍ଥ, ଭାଇୟେର ସନ୍ଧାମେ ମକ୍କାଯ ଆସେନ । ଆଲ-ହାରିସ ଓ ମାଲିକ ସ୍ଵଦେଶ ଇୟାମନେ ଫିରେ ଗେଲେନ, କିନ୍ତୁ ଇୟାସିର ମକ୍କାଯ ଥେକେ ଯାନ । ମକ୍କାର ରୀତି ଅନୁୟାୟୀ ତିନି ଆବୁ ହଜାଇଫା ଇବନ ଆଲ-ମୁହୀରା ଆଲ-ମାଖ୍ୟୁରୀର ସାଥେ ମୈତ୍ରୀ ଚାଙ୍ଗିତେ ଆବଙ୍କ ହୟେ ବସବାପ କରତେ ଥାକେନ । ଆବୁ ହଜାଇଫା ତାର ଦାସୀ ସୁମାଯାକ୍ତେ ଇୟାସିରେର ସାଥେ ବିଯେ ଦେନ ଏବଂ ତାଂଦେର ଛେଲେ 'ଆଶ୍ଵାରେର ଜନ୍ମ ହୟ । ଆବୁ ହଜାଇଫା 'ଆଶ୍ଵାରକେ ଦାସତ୍ୱ ଥେକେ ମୁକ୍ତି ଦିଯେ ନିଜେର ସାଥେ ରେଖେ ଦେନ । ସତନିନ ଆବୁ ହଜାଇଫା ଜୀବିତ ଛିଲେନ 'ଆଶ୍ଵାର ତାର ସାଥେଇ ଛିଲେନ ।^୪ ଉଲ୍ଲିଖନ ଯେ ଏହି ଆବୁ ହଜାଇଫା ଛିଲେନ ନରାଶ୍ଵ ଆବ ଜାହଲେର ଚାଚା ।^୫

হয়ে রাত সুমায়া (রা) যখন বার্ধক্যে দুর্বল হয়ে পড়েছেন তখন মকায় ইসলামী দাওয়াতের সূচনা হয়। তিনি প্রথম ভাগেই স্বামী ইয়াসির ও ছেলে 'আমার সহ গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেন। কিছুদিন পর প্রকাশ্যে ঘোষণা দেন। মকায় তাঁদের এমন কোন আঞ্চলিক-বন্ধু ছিল না যারা স্তান্দেরকে কুরাইশদের নিষ্ঠুরতার হাত থেকে বাঁচাতে পারতো। আর তাই তারা তাঁদের উপর মাত্রা ছাড়া নির্যাতন চলাতে কোন রকম ক্রটি করেনি।

ইমাম আহমাদ ও ইবন মাজাহ বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বলেন : সর্বপ্রথম যাঁরা ইসলামের ঘোষণা দান করেন, তাঁরা হলেন সাত জন। রাসূলুল্লাহ (সা), আবু বকর, 'আয্যার, আয্যারের মা-সুয়ায়া, সুহাইব, বিলাল ও আল-মিকদাদ (রা) + আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহকে (সা) তাঁর চাচার দ্বারা এবং আবু বকরকে তাঁর গোত্রের দ্বারা নিরাপত্তা বিধান করেন। আর অন্যদেরকে পোতলিকরা লোহার বর্ম পরিয়ে প্রচও রোদে দাঁড় করিয়ে বাঁকতো। ১৬

হয়েরত জাবির (রা) বলেন, একদিন মুশরিকরা যখন 'আমার ও তাঁর পরিবারবৰ্গকে শান্তি দিচ্ছিল তখন সেই পথ দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) কোথোও যাচ্ছিলেন। তিনি তাঁদের অবস্থা দেখে বলেন :

‘হে ইয়াসিরের পরিবার পরিজন! তোমাদের জন্য সুসংবাদ। তোমাদের জন্য রয়েছে জ্ঞানাত্মের প্রতিক্রিয়া।’^৭

ଆବଦୁଲ୍ଲାହ ଇବନ ଜାଫାର (ରା) ବଲେନ, ରାସୂଲ (ସା) ତାଁଦେର ସେଇ ଅଶାୟ ଅବଶ୍ୟ ଦେଖେ ବଲେନ :

সুমায়া বিন্ত খুব্বাত (রা)

মুহাম্মদ আবদুল মাবুদ

ইসলামের প্রথম শহীদ হয়ের সুমায়া (রা) একজন মহিলা সাহাবী। তাঁর বংশ পরিচয় তেমন একটা পাওয়া যায় না। ইবন সা'দ তাঁর পিতার নাম 'খুব্বাত' বলেছেন।^১ কিন্তু বালাজুরী বলেছেন 'খায়্যাত'।^২ প্রথ্যাত শহীদ সাহাবী 'আম্মার ইবন ইয়াসিরের (রা) মা এবং মকার আবু হজাইফা ইবন আল-মুগীরা আল-মাখযুমীর দাসী।^৩

আল-ওয়াকিদীসহ একদল বংশবিদ্য বিশারদ বলেছেন, হয়ের আম্মারের (রা) পিতা ইয়াসির ইয়ামনের মাজহাজ গোত্রের 'আনসী শাখার সন্তান। তবে তাঁর ছেলে আম্মার মকার বানু মাখযুমের আয়দকৃত দাস। ইয়াসির তাঁর দু'ভাই- আল হারিস ও মালিককে সংগে নিয়ে তাঁদের নিখোঁজ চতুর্থ, ভাইয়ের সন্ধানে মকায় আসেন। আল-হারিস ও মালিক বৃদ্ধে ইয়ামনে ফিরে গেলেন, কিন্তু ইয়াসির মকায় থেকে যান। মকার রীতি অনুযায়ী তিনি আবু হজাইফা ইবন আল-মুগীরা আল-মাখযুমীর সাথে মেট্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে থাকেন। আবু হজাইফা তাঁর দাসী সুমায়াকে ইয়াসিরের সাথে বিয়ে দেন এবং তাঁদের ছেলে 'আম্মারের জন্য হয়। আবু হজাইফা 'আম্মারকে দাসত্ব থেকে মুক্তি দিয়ে নিজের সাথে রেখে দেন। যতদিন আবু হজাইফা জীবিত ছিলেন 'আম্মার তাঁর সাথেই ছিলেন।^৪ উল্লেখ্য যে, এই আবু হজাইফা ছিলেন নরাধম আবু জাহলের চাচা।^৫

হয়ের সুমায়া (রা) যখন বার্ধক্যে দুর্বল হয়ে পড়েছেন তখন মকায় ইসলামী দা'ওয়াতের সূচনা হয়। তিনি প্রথম ভাগেই স্বামী ইয়াসির ও ছেলে 'আম্মার সহ গোপনে ইসলাম গ্রহণ করেন। কিছুদিন পর প্রকাশ্যে ঘোষণা দেন। মকায় তাঁদের এমন কোন আচীয়-বন্ধু ছিল না যারা তাঁদেরকে কুরাইশদের নিষ্ঠুরতার হাত থেকে বাঁচাতে পারতো। আর তাই তারা তাঁদের উপর মাত্রা ছাড়া নির্যাতন চালাতে কোন রকম ক্রটি করেনি।

ইমাম আহমাদ ও ইবন মাজাহ বর্ণনা করেছেন আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) বলেন : সর্বপ্রথম যাঁরা ইসলামের ঘোষণা দান করেন, তাঁরা হলেন সাত জন। রাসূলুল্লাহ (সা), আবু বকর, 'আম্মার, আম্মারের মা-সুমায়া, সুহাইব, বিলাল ও আল-মিকদাদ (রা)। আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহকে (সা) তাঁর চাচার দ্বারা এবং আবু বকরকে তাঁর গোত্রের দ্বারা নিরাপত্তা বিধান করেন। আর অন্যদেরকে পৌত্রিকরা লোহার বর্ম পরিয়ে প্রচণ্ড রোদে দাঁড় করিয়ে রাখতো।^৬

হয়ের জাবির (রা) বলেন, একদিন মুশরিকরা যখন 'আম্মার ও তাঁর পরিবারবর্গকে শান্তি দিচ্ছিল তখন সেই পথ দিয়ে রাসূলুল্লাহ (সা) কোথাও যাচ্ছিলেন। তিনি তাঁদের অবস্থা দেখে বলেন :

'হে ইয়াসিরের পরিবার পরিজন! তোমাদের জন্য সুসংবাদ। তোমাদের জন্য রয়েছে জান্নাতের প্রতিক্রিতি।'^৭

আবদুল্লাহ ইবন জা'ফার (রা) বলেন, রাসূল (সা) তাঁদের সেই অসহায় অবস্থায় দেখে বলেন :

‘হে ইয়াসিরের পরিবারবর্গ দৈর্ঘ্য ধর, হে ইয়াসিরের পরিবারবর্গ দৈর্ঘ্য ধর। তোমাদের জন্য জান্নাত নির্ধারিত রয়েছে’।^{১৮} ইবন ‘আবাসের (রা) বর্ণনায় একথাও এসেছে যে, সুমায়্যাকে (রা) আবু জাহল বল্লম মেরে হত্যা করে। অত্যাচার, উৎপীড়নে ইয়াসিরের মৃত্যু হয় এবং ‘আবদুল্লাহ ইবন ইয়াসিরকে তীরবিন্দ করা হয় এবং তাতেই তিনি মারা যান।

‘উসমান (রা) বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহর (সা) সাথে ‘আল-বাতহা’ উপত্যকায় হাঁটছিলাম। তখন দেখতে পেলাম, ‘আমার ও তাঁর পিতা-মাতার উপর উত্তপ্ত রোদে নির্যাতন চালানো হচ্ছে। আমারের পিতা রাসূলকে (সা) দেখে বলে ওঠেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! কালচক্র এ রকম? রাসূল (সা) বললেন : হে ইয়াসিরের পরিবার-পরিজন! দৈর্ঘ্য ধর। হে আল্লাহ ইয়াসিরের পরিবারবর্গকে ক্ষমা করুন।’^{১৯}

সারাদিন এভাবে শাস্তি ভোগ করার পর সন্ধ্যায় তাঁরা মুক্তি পেতেন। শাস্তি ভোগ করে হ্যরত সুমায়্যা প্রতিদিনের মত একদিন সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরলেন। পাষণ্ড আবু জাহল তাঁকে অশালীন ভাষ্য গাল দিতে থাকে। এক পর্যায়ে তার পওতের মাত্রা সীমা ছাড়িয়ে যায়। সে সুমায়্যার দিকে বশী ছুড়ে মারে এবং সেটি তাঁর ঘোনাঙ্গে গিয়ে বিন্দ হয় এবং তাতেই তিনি শাহাদাত বরণ করেন।^{২০} ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

মায়ের এমন অসহায় অবস্থায় মৃত্যু বরণে ছেলে ‘আমারের দুঃখের অন্ত ছিল না। তিনি রাসূলুল্লাহর (সা) নিকট এসে বললেন : ইয়া রাসূলুল্লাহ! এখন তো জুলুম-অত্যাচার মাত্রা ছাড়া রূপ নিয়েছে। রাসূল (সা) তাঁকে দৈর্ঘ্য ধরার উপদেশ দিলেন। তারপর বললেন :

‘হে আল্লাহ, তুম ইয়াসিরের পরিবারের কাউকে জাহানামের আগনের শাস্তি দিওনা।’^{২১}

হ্যরত সুমায়্যার (রা) শাহাদাতের ঘটনাটি হিজরাতের পূর্বের। এ কারণে তিনিই হলেন ইসলামের প্রথম শহীদ। হ্যরত মুজাহিদ (রহ) বলেন : ইসলামের প্রথম শহীদ হলেন ‘আমারের মা সুমায়্যা।’^{২২}

বদর যুদ্ধে নরাধম আবু জাহল নিহত হলে রাসূল (সা) আমারকে বললেন :

‘আল্লাহ তোমার মায়ের ঘাতককে হত্যা করেছেন।’^{২৩}

হ্যরত সুমায়্যার (রা) শাহাদাতের ঘটনাটি ঘটে ৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে।^{২৪} ■

তথ্যসূত্র

১. তাবাকাত-৮/২৬৮
২. আনসারুল আশরাফ-১/১৫৭
৩. তাবাকাত-৮/২৬৮
৪. সীরাতু ইবন হিশাম-১/২৬১; টীকা-৮; আনসারুল আশরাফ-১/১৫৭
৫. আল-আ’লাম-৩/১৪০
৬. আল-বিদায়া-৩/২৮; কান্দ আল উচ্চাল-৭/১৪; আল-ইসাবা-৪/৩৩৫; হায়াতুস সাহাবা-১/২৮৮
৭. হায়াতুস সাহাবা-১/২৯১
৮. সীরাতু ইবন হিশাম-১/৩২০; আনসারুল আশরাফ-১/১৬০, হায়াতুস সাহাবা-১/২৯১
৯. তাবাকাত-৩/১৭৭; কান্দ আল-উচ্চাল-৭/৭২
১০. তাবাকাত-৮/২৬৫; আল-বিদায়া-৩/৫৯; সিফাতুস সাফওয়া-২/৩২
১১. সীরাতু ইবন হিশাম-১/৩১৯; টীকা-৫
১২. তাবাকাত-৮/২৬৫; আল-বিদায়া-৩/৫৯; সিফাতুস সাফওয়া-২/৩২
১৩. আল-ইসাবা-৪/৩৩৫
১৪. আল-আ’লাম-৩/১৪০